মুসাফির রাহাদ বাংলা ইস্কুল

HSC . UniAd . BCS . JOB

উপসর্গ,বচন,দ্বিরুক্তি

MUSAFIR RAHAD

মুসাফির রাহাদ

বিএ(অনার্স),এমএ(বাংলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লেকচারার (বাংলা)
শহীদ আনোয়ার কলেজ,ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
মুন্সি আব্দুর অউফ কলেজ,পিলখানা বিজিবি ex
বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকা ex
Guardian BCS, S@ifurs BCS ,
Amicus Law Academy , Icon Plus Admission,
ex- Oracle BCS, UCC , Uniaid Admission

01687 600 698
YouTube - Musafir Rahad
Facebook – Musafir Rahad Sir

উপসর্গ

হার

হেরে যাওয়া, অলংকার

প্র হার = প্রহার
আ হার = আহার
উপ হার = উপহার

অব্যয় - শব্দাংশ – আগে বসে – নতুন অর্থ তৈরি

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

উপসর্গ

✓উপসর্গ ৩ প্রকার ।

১। তৎসম
২। খাঁটি বাংলা
৩। বিদেশি

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

১। তৎসম (২০টি)

প্র পরা অপ সম নি
অনু অব নির দুর বি
উপ উৎ সু পরি প্রতি
আ অপি অভি অধি অতি

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

২। খাঁটি বাংলা (২১টি)

অজপাড়ার অনাদরপ্রাপ্ত অ অঘা রাম ও আ বিপথগামী সাজোয়ান ছেলে।
তারা ভরদুপুরে ঊনত্রিশ বয়সী ইতি ও পাতির দিকে আড়চোখে নিলাজের মত কুনজরে হা করে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায়।
মেয়েরা সলাজে সুকাজের জন্য কদবেলের আবছায়ায় চলে যায়।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

তৎসম + খাঁটি বাংলা

✓আসুবিনি

✓এই ৪টি উপসর্গ তৎসম ও বাংলাতে আছে ।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

৩। বিদেশি

➢ফারসি (১০)

বর বদ কম না
নিম দর কার
ফি বে ব

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

৩। বিদেশি

➢আরবি (৬)

আম খাস লা গর
খয়ের বাজে

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

৩। বিদেশি

➢ইংরেজি

হেড সাব হাফ ফুল

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ

Musafir Rahad Sir

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। ভাষায় ব্যবহৃত এ সব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন- 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ'- যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ।

❖ উপসর্গের কাজ-

- নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করা।
- শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করা।
- শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করা।
- শব্দের অর্থের সংকোচন করা এবং
- শব্দের অর্থের পরিবর্তন করা।

উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

প্রকারভেদ:

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে: বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশী।

খাঁটি বাংলা উপসর্গ (২১টি):

যথা- অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	অভাব		অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত		অঝোর, অঝোরে
অঘা	বোকা	অর্থে	অঘারাম, অঘাচন্ডী
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অর্থে	অজ পাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব	অর্থে	অনাবৃষ্টি, অনাদার
	ছাড়া		অনাসৃষ্টি, অনাচার
	অশুভ		অনামুখো
আ	অভাব	অর্থে	আকঁড়া, অধোয়া, আলুনি
আড়	বক্র	অর্থে	আড়চোখ
	আধা, প্রায়		আড়ম্ফ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	ডবশিষ্ট		আড়কোলা (পাথালিকোলো), আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি
আন	হা	অর্থে	আনকোষা
আব	অস্পষ্টতা	অর্থে	আবছায়া, আবডাল
ইতি	এ বা এর	অর্থে	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো		ইতিকথা, ইতহাস
ঊনা(উন)	কম	অর্থে	উনপাঁজুরে, উনিশ
কদ্	ইনন্দিত	অর্থে	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	অর্থে	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
নি	নাই/নেতি	অর্থে	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ নিরেট
পাতি	ক্ষুদ্র	অর্থে	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো
বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	অর্থে	বিভূঁই, বিফল, বিপথ
ভর	পূর্ণতা	অর্থে	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদপুর, ভরসন্ধ্যে
রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	অর্থে	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
স	সঙ্গে	অর্থে	সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট
সা	উৎকৃষ্ট	অর্থে	সাজিরা, সাজোয়ান
সু	উত্তম	অর্থে	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
হা	অভাব	অর্থে	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ:

তৎসম উপসর্গ বিশটি । যথা: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

নিচে বিশটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ দেওয়া হল

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	অর্থে	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
	খ্যাতি		প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	আধিক্য		প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
	গতি		প্রবেশ, প্রস্থান
	ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিত		প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য
পরা	আতিশয্য	অর্থে	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	বিপরীত		পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	অর্থে	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট		অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি
	স্থানান্তর		অপসারণ, অপহরণ,

			অপনোদন
	বিকৃত		অপমৃত্যু
সম্	সম্যক রূপে	অর্থে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	সম্মুখে		সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	অর্থে	নিবৃত্তি
	নিশ্চয়		নিবারণ, নির্ণয়
	আতিশয্য		নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব		নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
অব	হীনতা	অর্থে	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যক ভাবে		অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	নিচে/ অধোমুখিতা		অবতারণ, অবরোহণ
	অল্পতা		অবশেষ, অবসান, অবেলা
অনু	ঈশ্চাৎ	অর্থে	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	সাদৃশ্য		অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন্য		অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	সঙ্গে		অনুকূল, অনুকম্পা
নির	অভাব	অর্থে	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার
	ডনশ্চয়		নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	বাহির/বহির্মুখিতা		নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
দুর	মন্দ	অর্থে	দুর্ভোগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য		দুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য
বি	বিশেষ রূপে	অর্থে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র
	অভাব		বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
	গতি		বিচরণ, বিক্ষেপ
	অপ্রকৃতস্থ		বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তম	অর্থে	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়
	সহজ		সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য		সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
উৎ	উধর্ক্ষর্মুখিতা	অর্থে	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব
	আতিশয্য		উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুলস্ন, উৎসুক
	প্রস্তুতি		উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ		উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট

অধি	অধিপত্য	অর্থে	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
	উপরি		অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি		আধিকার, অধিবাস,অধিগত
পরি	বিশেষ রূপ	অর্থে	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	শেষ		পরিশেষ
	সম্যক রূপে		পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
	চতুর্দিকে		পরিক্রমণ, পরিম-ল
প্রতি	সদৃশ	অর্থে	প্রতিমূর্তি, প্রতিধক্ষনি
	বিরোধ		প্রতিবাদ, প্রতিবন্ধী
	পৌনঃপূন্য		প্রতি দিন, প্রতি মাস
	অনুরূপ কাজ		প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
উপ	সামীপ্য	অর্থে	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ		উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র		উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
	বিশেষ		উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
অভি	সম্যক	অর্থে	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ,অভিভূত
	গমন		অভিযান, অভিসার
	সম্মুখ বা দিক		অভিমুখ, অভিবাদন
অতি	আতিশয্য	অর্থে	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম		অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	অর্থে	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ		আরক্ত, আভাস
	বিপরীত		আদান, আগমন
অপি	নিহিত	অর্থে	অপিনিহিত

বাংলা উপসর্গের মধ্যে **আ, সু, বি, নি-** এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটি সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আর সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন- আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি- ও বাংলা। আর কণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এ সব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ।

MUSAFIR RAHAD B.A,M.A.(Bengali),University Of Dhaka
Lecturer (GUARDIAN BCS, S@ifurs BCS, IconPlus, Ex- BAF Shaheen College,BMARPC,Oracle BCS,S@ifurs) 01687600698

বিদেশি উপসর্গ

A ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
কার্	কাজ	অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর্	মধ্যস্থ, অধীন	অর্থে	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান।
না	হী	অর্থে	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক।
নিম্	আধা	অর্থে	নিমরাজি, নিমখুন।
ফি	প্রতি	অর্থে	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-বছর, ফি-সন, ফি-মাস।
বদ্	মন্দ	অর্থে	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম।
বে	হী	অর্থে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার।
বর্	বাইরে, মধ্যে	অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
ব্	সহিত	অর্থে	বমাল, বনাম, বকলম।
কম্	স্বল্প	অর্থে	কমজোর, কমবখ্ত।

B আরবি উপসর্গ:

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
আম্	সাধারণ	অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস	বিশেষ	অর্থে	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার।
লা	হী	অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
গর্	অভাব	অর্থে	গরহাজির, গররাজি।

C. ইংরেজি উপসর্গ:

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত		উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ	অর্থে	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু
হাফ	আধা	অর্থে	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল।
হেড	প্রধান	অর্থে	হেড-মাস্টার, হেড অফিস, হেড-পণ্ডিত
সাব	অধীন	অর্থে	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর।

D. উর্দু- হিন্দি উপসর্গ:

হর : প্রত্যেক অর্থে- হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা।

একাধিক উপসর্গযুক্ত শব্দ

অত্যাচার = অতি+আ	সুবিশেষ = সু+বি
সুসংবাদ = সু+সম্	সন্নিহিত = সম্+নি
প্রত্যুপকার = প্রতি+উপ	বিপ্রকৃষ্ট = বি+প্র
পর্যবেক্ষণ = পরি+অব	সন্নিকর্ষ = সম্+নি
সমভিব্যাহার=সম+অভি+বি+আ	ইত্যবসরে = ইতি+অব
অনতিবৃহৎ = অন+ অতি	কদাকার = কদ্+আ
অনুসন্ধান = অনু+ সম্	অপরিশুদ্ধ = অ+পরি
প্রতিসংহার = প্রতি+সম্	অপরিত্যাজ্য = অ+পরি
নিরপরাধ = নির+অপ	অত্যুকৃষ্ট = অতি+উৎ
অপর্যাপ্ত = অ+পরি	অপরিপক্ব = অ+পরি
অপ্রকল্প = অ+প্র	

➥ প্রতি ও অতি সংস্কৃত এ উপসর্গ দুটি স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হয়।

➥ রাম ও ইতি বাংলা এ উপসর্গ দুটি স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ও সমাধান

০১. 'পরাভব' শব্দে 'পরা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
A. নিকৃষ্ট B. অধীন
C. বিপরীত D. আতিশয্য E. নিন্দিত

০২. অভাব বুঝিয়েছে কোন উপসর্গ-
A. বিবর্ণ B. বিশুষ্ক C. অনুজ D. বিক্ষেপ

০৩. কোনটি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয়?
A. নির্মাণ B. নিলাম C. নির্মূল D. নিতল

০৪. কোনটি বি-উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়?
A. বিপদ B. বিদ্বান
C. বিকাশ D. বিজয় E. বিগত

০৫. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?
A. বিপরীত B. নিকৃষ্ট
C. বিকৃত D. অভাব
E. সমার্থ

০৬. নিচের কোন শব্দে 'আম' উপসর্গটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. আমপাড়া B. আমবাগান C. কাঁচাআম D. আমজনতা

০৭. 'বিমুগ্ধ' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
A. প্রত্যয়যোগে B. সমাসযোগে
C. উপসর্গযোগে D. সন্ধিযোগে

০৮. কোন্‌টি শব্দের পূর্বে বসে?
A. অনুসর্গ B. উপসর্গ C. বিভক্তি D. প্রত্যয়

MUSAFIR RAHAD

০৯ . তৎসম উপসর্গ কোনটি?
A. না B. ফি C. বে D. নি

১০. 'বিনির্মাণ' শব্দের 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. নতুন B. ইতিবাচক
C. নেতিবাচক D. প্রসারণ

১১. কোনগুলো উপসর্গ?
A. ইক, অক, অন B. চল্, নে, গে
C. প্র, পরা, অপ D. র, তে, দের

১২. কোন্‌টি শব্দের পূর্বে বসে?
A. অনুসর্গ B. উপসর্গ C. বিভক্তি D. প্রত্যয়

১৩. 'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গ কী শ্রেণির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. গতি B. সাধারণ C. বিশেষ D. অতীব

১৪. 'অনা' উপসর্গটি নিচের কোন শব্দে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. অনাসৃষ্টি B. অনাদর C. অনালোক D. অনাচার

১৫. বাংলা উপসর্গের মধ্যে কোন তিনটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়?
A. অ, অঘা, অজ B. সু, বি, নি
C. আ, উপ, অপ D. অনা, ইতি, কু

১৬. 'খাসমহল' শব্দটি কোন ধরনের উপসর্গ?
A. ফারসি উপসর্গ B. আরবি উপসর্গ
C. বাংলা উপসর্গ D. তৎসম উপসর্গ

১৭. নিচের কোনটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ?
A. পরি, প্রতি, অতি B. অঘা, অজ, অনা
C. রাম, সু, প্র D. প্র, পরা, উনা

১৮. কোন শব্দগুলো বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত?
A. অনাবৃষ্টি, ভরসন্ধ্যা B. অতিরঞ্জন, অধিদপ্তর
C. অভিযাত্রা, উপশহর D. অবকাঠামো, পরিভ্রমণ

১৯. বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ কোনটি?
A. কদবেল B. আনচান C. হরদম
D. রামদা

২০. তৎসম উপসর্গের উদাহরণ–
A. অভাব B. খ্যাতি C. আনমনা D. নিকৃষ্ট

২১. 'বদ' উপসর্গটি যে ভাষার অন্তর্গত–
A. আরবি B. হিন্দি C. ফার্সি D. উর্দু

২২. 'অপয়া' শব্দের 'অ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. নিন্দা B. কুৎসিত C. প্রভাব D. অভাব

২৩. কোন শব্দে বিদেশী উপসর্গ আছে?
A. আনমনা B. নিমরাজী C. নিবাস D. অবহেলা

২৪. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে?
A. উর্দু B. আরবি
C. ফরাসি D. হিন্দি E. কোনটিই নয়

২৫. সংস্কৃত উপসর্গের উদাহরণ–
A. নিখোঁজ B. নিগ্রহ
C. নিখুঁত D. নিলাজ

উত্তরমালা									
01	C	02	A	03	B	04	B	05	A
06	D	07	C	08	B	09	D	10	A
11	C	12	B	13	C	14	C	15	B
16	B	17	A	18	A	19	C	20	D
21	C	22	A	23	B	24	B	25	B

বচন

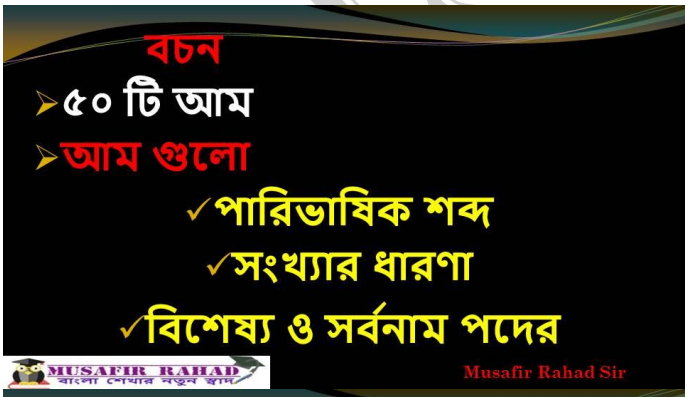

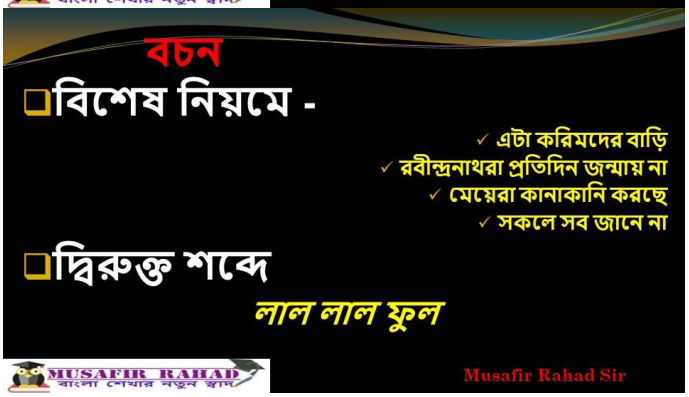

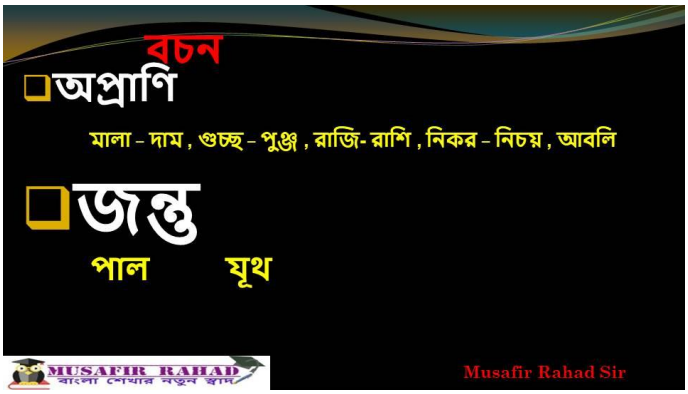

০১. কোনটি সমষ্টিবোধক শব্দ নয়?
অ. নিকর ই. নিচয়
ঈ. কল উ. দাম

০২. কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে হয়-
অ. সকল ই. নিচয়
ঈ. বর্গ উ. মালা

০৩.'গণকবর' শব্দে 'গণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে-
অ. সাধারণ অর্থে ই. বহুবচন অর্থে
ঈ. মানুষ অর্থে উ. বিশেষ অর্থে

০৪. সমষ্টিবাচকতা নির্দেশ করে যে শব্দটি-
অ. মানুষ ই. সততা
ঈ. অর্ধেক উ. বহর

০৫. পদের যে রূপ দ্বারা সংখ্যার ধারণা জন্মে তাকে বলে–
অ. কারক ই. পুরন্নষ
ঈ. বচন উ. বিভক্তি

০৬. কোনটি অপ্রাণিবাচক বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
অ. বৃন্দ ই. কুল
ঈ. বগ উ. গুচ্ছ

০৭. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?
অ. বানান ই. পদ
ঈ. বচন উ. বিভক্তি

০৮. কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দের দৃষ্টান্ত নয়?
অ. গ্রাম ই. মহল
ঈ. দাম উ. ক্ষেত্র

০৯. পদের যে রূপ দ্বারা সংখ্যার ধারণা জন্মে তাকে বলে–
অ. পুরন্নষ ই. ধক্ষনি
ঈ. বচন উ. লিঙ্গ

১০. শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় শব্দের কী হয়?
অ. ভাষাভেদ ই. বচনভেদ
ঈ. লিঙ্গভেদ উ. পদভেদ

১১. 'ভূধরব্রজ' কোন্ বচন?
অ. বহুবচন ই. দ্বিবচন
ঈ. একবচন উ. কোন বচন নয়

১২. কোন্ পদের সামনে 'অজস্র' শব্দটি বসালে বহুবচন হয়?
অ. সর্বনাম ই. অব্যয়
ঈ. বিশেষ্য উ. ক্রিয়া

১৩. 'পুঞ্জ' শব্দটি ব্যবহার করে নীচের কোন্টি বহুবচন করা হয়?
অ. আকাশ ই. পর্বত
ঈ. মেঘ উ. কবিতা

১৪. কোন দ্বিরন্নক্ত শব্দজুটি বহুবহন নির্দেশ করে?
অ. পাকা পাকা আম ই. ছিঃ ছিঃ কি করছো?
ঈ. নরম নরম হাত উ. উড়ু উড়ু মন

১৫. 'সাহেব' শব্দের বহুবচন?
অ. সাহেব মন্ডল ই. সাহেবসমূহ
ঈ. সাহেবেরা উ. সাহেবান

১৬. কোনটি বহুবচনবাচক শব্দ নয়–
অ. বালুকারাশি ই. বকপাঁতি
ঈ. হাসিরাশি উ. জগদ্দল

১৭. নিচের কোনটি বহুবচনবাচক শব্দ?
অ. গুণবান ই. ধনবান
ঈ. সাহেবান উ. মেহেরবান

১৮. কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ–
অ. গণ ই. পুঞ্জ
ঈ. যূথ উ. পাল

১৯. 'সংখ্যার ধারণা' বলতে বোঝায়–
অ. পদ ই. উপসর্গ
ঈ. বচন উ. সন্ধি

২০. কোনটি বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করে?
অ. টি ই. গুলি
ঈ. রা উ. পাল

উত্তরমালা									
০১	ঈ	০২	ঈ	০৩	উ	০৪	উ	০৫	ঈ
০৬	উ	০৭	ঈ	০৮	উ	০৯	ঈ	১০	ই
১১	অ	১২	ঈ	১৩	ঈ	১৪	অ	১৫	উ
১৬	ঈ	১৭	ঈ	১৮	ই	১৯	ঈ	২০	অ

MUSAFIR RAHAD

দ্বিরুক্ত শব্দ

দুই বার বলা

- দ্বি = ২ , উক্ত = বলা
- ২ বার বলা = দ্বিরুক্ত শব্দ ।
- দ্বিরুক্ত শব্দ ৩ প্রকার ।

১।শব্দের দ্বিরুক্তি (দিন দিন)
২।পদের দ্বিরুক্তি (দিনে দিনে)
৩।অনুকার/ধন্যাত্মক (আওয়াজ,অনুভূতি)

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

দ্বিরুক্তি

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

(ক) বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে	:	রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
২. সামান্য বোঝাতে	:	আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।
৩. পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে	:	তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ	:	ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
৫. অনুরূপ কিছু বোঝাতে	:	তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
৬. আগ্রহ বোঝাতে	:	ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

দ্বিরুক্তি

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. আধিক্য বোঝাতে	:	ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে	:	গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে	:	উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা।

(গ) সর্বনাম শব্দ

বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে	:	কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবাচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে	:	এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে	:	দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ	:	দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	:	ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

দ্বিরুক্তি

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে	:	তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	:	বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে	:	ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে	:	পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা	:	ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন–

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে	:	চুপচাপ, মিটমাট, জ্বারিজুরি।
২. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে	:	মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে	:	ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

দ্বিরুক্তি

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন–

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার	:	ভেউ ভেউ – মানুষের উচ্চস্বরে কান্নার ধ্বনি। এরূপ –ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার	:	ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি)। এরূপ–মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।
৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার	:	ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এরূপ–মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।
৪. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার	:	ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য)। এরূপ– ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি)। অনুরূপভাবে– মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

দ্বিরুক্তি

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)
ফুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)
থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)
লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

MUSAFIR RAHAD বাংলা শেখার নতুন স্বাদ
Musafir Rahad Sir

০১. 'সে সকাল থেকেই যাই যাই করছে।'-এ বাক্যের 'যাই যাই' কোন ধরনের পদ?
A. ক্রিয়া B. ক্রিয়াবিশেষ্য
C. ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ D. ক্রিয়াবিশেষণ

০২. 'শুনে বুকটা তার ঢিপঢিপ করছিল।'–এখানে 'ঢিপঢিপ'
A. সমুচ্চয়ী অব্যয় B. অনন্বয়ী অব্যয়
C. অনুসর্গ অব্যয় D. অনুকার অব্যয়

০৩. "চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা" এখানে দ্বিরুক্ত শব্দটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. বিশেষ্যের বিশেষণ B. বিশেষণের বিশেষণ
C. অব্যয়ের বিশেষণ D. ক্রিয়া-বিশেষণ

০৪. 'মরি মরি!' কী সুন্দর প্রভাতের রূপ-এ বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়?
A. সমুচ্চয়ী B. অনন্বয়ী C. পদান্বয়ী D. অনুকার

০৫. ধ্বনিবাচক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি-
A. দরদর B. মরমর C. কড়কড় D. নরনর

০৬. কোনটি দ্বারা ভাবের 'আধিক্য' ও 'স্বল্পতা' দুটিই বোঝায়?
A. চোখে চোখে B. বাছা বাছা
C. ভাবতে ভাবতে D. হাড়ে হাড়ে

০৭. 'হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ' বাক্যাংশটি বহুবচনজ্ঞাপক হয়েছে–
A. সমষ্টিবাচক শব্দযোগে B. বহুত্বজ্ঞাপক পদযোগে

C. পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে D. সমার্থক শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগে

০৮. 'নির্ধারক বিশেষণ'– এর উদাহরণ কোনটি?
A. অনেক দিন বাড়ি যাই না B. এক এক করে সবাই চলে গেল
C. রাশি রাশি ভারা ভারা ধান D. লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ

০৯. 'পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির'– কোন অর্থে দ্বিরুক্তি?
A. ভাবের গভীরতা B. বিশেষণ বোঝাতে
C. সামান্যতা D. অনুভূতি বোঝাতে

১০. 'ঝড় আসছে হু হু করে।' বাক্যটির 'হু হু' কোন পদ?
A. সর্বনাম B. ক্রিয়াবিশেষণ
C. বিশেষণ D. বিশেষণীয় বিশেষণ
E. কোনটিই নয়

১১. 'রাশি রাশি' ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে?
A. সন্ধি যোগে B. সমাস যোগে
C. প্রত্যয় যোগে D. দ্বিরুক্ত শব্দযোগে

১২. অতিরিক্ত কথা বলার ভাবজ্ঞাপক দ্বিরুক্তি–
A. চড়চড় B. গড়গড়
C. ফড়ফড় D. হড়হড়

১৩. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'– বাক্যটিতে কোন ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
A. ধ্বন্যাত্মক দিরুক্তি B. অব্যয়ের দিরুক্তি
C. পদাত্মক দিরুক্তি D. বিশেষ্যের দিরুক্তি

১৪. 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।' এখানে 'পাতায় পাতায়' কী বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে?
A. ধারাবাহিকতা B. নির্দিষ্টতা
C. আধিক্য D. পৌনঃ পুনিকতা

১৫. শূন্যতার ভাবজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি-
A. ঠা ঠা B. কা কা
C. শাঁ শাঁ D. খাঁ খাঁ

১৬. 'বড় বড় গাছ' কথাটিতে দ্বিরুক্তির ব্যবহার হয়েছে-
A. বহুবচন বোঝাতে B. বিশেষণ অর্থে
C. সংখ্যা বোঝাতে D. সমষ্টিবাচকতা বোঝাতে

১৭. কোন দ্বিরুক্ত শব্দটি সমার্থক শব্দযোগে গঠিত?
A. ঝটপট B. ভুল-ভাল
C. মিটমাট D. ভয়-ডর

১৮. কোন্ দ্বিরুক্ত শব্দটি ক্রিয়া বিশেষণ হতে পারে?
A. ঘর-বাড়ি B. কন কন
C. চোর চোর D. রাশি রাশি

১৯. 'কেনা-বেচার পর আয়-ব্যয় হিসেব করা দরকার।' এই বাক্যে কোন্ ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
A. সমার্থক দ্বিরুক্তি B. বিপরীতার্থক দ্বিরুক্তি
C. যথা দ্বিরুক্তি D. অনুচর দ্বিরুক্তি

২০. 'মনে মনে তুলনা করে দেখলাম।' এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে-
A. ব্যাপ্তি অর্থে B. আধিক্য বোঝাতে
C. বিশেষ্য রূপে D. ক্রিয়াবিশেষণ রূপে

২১. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা'--- এখানে 'কাটিতে কাটিতে' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত?
A. নিরন্তরতা B. বিলম্ব C. সমাপ্তি
D. সম্ভাবনা E. আকস্মিকতা

২২. 'রাশি রাশি ধান' কোন অর্থে দ্বিরুক্ত?
A. আধিক্য অর্থে B. সামান্য অর্থে
C. তীব্রতা অর্থে D. বৃহৎ অর্থে

২৩. নিচের কোনটিতে ধ্বনিব্যঞ্জনা দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে?
A. ভয়ে গা ছম ছম করছে B. পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির
C. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর D. শূন্য হৃদয় হু হু করে ওঠে

২৪. "কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ"- এখানে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
A. বিশেষ্য B. বিশেষণ
C. ক্রিয়া D. ক্রিয়া বিশেষণ

২৫. 'জ্বর-জ্বর ভাব' শব্দদ্বৈত কী অর্থের প্রকাশক?
A. ঈষৎভাব অর্থের B. ব্যতিহার অর্থের
C. অনুকারধ্বনি প্রকাশার্থের D. পুনরাবৃত্তি অর্থের

উত্তরমালা									
01	D	02	D	03	D	04	B	05	B
06	B	07	C	08	C	09	B	10	B
11	D	12	C	13	A	14	C	15	D
16	A	17	D	18	B	19	B	20	D
21	A	22	A	23	C	24	C	25	A

MUSAFIR RAHAD